সংবাদ

তারিখ 30 JUN 2003
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

আদালতের মন্তব্য

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস মেধার বিকাশ বাধাগ্রস্ত করছে

আদালত প্রতিবেদক ঃ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসীদের বন্দুকযুদ্ধে মেধার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আদালত রায়ে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে নৈরাজ্যের কারণ খুঁজে বের করার সময় এসেছে। ১২টি বছর যে বাবা-মা তার সন্তানের পেছনে অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় নিয়ে যাচ্ছেন, যে শিক্ষার্থী তার মেধার জোরে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের স্থান করে নিচ্ছে, কেন তার বাবা-মার স্বপ্ন তার মেধার

মেধার ঃ পৃঃ ২ কঃ ৪

মেধার ঃ বিকাশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিকাশগুলো কয়েক সন্ত্রাসী ছাত্র নামের সন্ত্রাসীদের পৈশাচিক আচরণে ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করতে হবে সবাইকে।

আদালত রায়ে আরও বলেন, নিহত সাবেকুন নাহান সনির বাবা-মা কলম হাতে করে সনিকে প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিলেন, কেন সন্ত্রাসীদের অস্ত্রের ঝনঝনানিতে তার জীবনের পরিসমাপ্তি হলো? যে সনির স্বপ্ন ছিল প্রকৌশলী হয়ে সমাজের, জাতির, বিশ্ববাসীর সেবা ও কল্যাণ করবে- কেন তাকে অঙ্কুরে ঝরে যেতে হলো? আদালত, এ সমাজে আর কোন সনির বাবা-মা, ভাই-বোনের বুক ফাটা কান্না শুনতে চায় না, আর কোন ছাত্রছাত্রীকে ভীতসন্ত্রস্ত দেখতে চায় না। সন্ত্রাসীদের বন্দুকযুদ্ধের কারণে দেখতে চায় না ক্যাম্পাস চত্বরে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তাদের মেধার বিকাশ ঘটাতে বাধাগ্রস্ত না হয়। আর কোন সনির অপরিণত মৃত্যু আমাদের কাম্য নয়। সে কারণে আদালত আসামিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন।